২৪ ঘণ্টার আমল

শাহ হাকিম মুহাম্মাদ আখতার রাহ.

অনুবাদ : মুবাশশির আলম

সূচীপত্র

জাগ্রত হওয়া ৬
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া ৬
টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়া ৬
অজু ৮
অজুর ফরজ ৮
অজুর সুন্নত ৮
অজুর আদব ও তরিকা ৯
গোসল ১০
যেসব কারণে গোসল ফরজ হয় ১০
যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয় ১১
পেশাব ব্যতীত অন্যান্য তরল পদার্থ ১১
গোসলের ফরজ ১১
যেসব কারণে গোসল ফরজ হয় না ১১
গোসলের সুন্নত ১২
গোসলের আদব ১২
খানা ১৩
খাবারের ২৫টি সুন্নত ১৩
পোশাক ১৪
পোশাকের সুন্নত ১৪
কসর নামাজ ১৫
সন্তান জন্মদান ও পরবর্তি সুন্নত ১৬
মসজিদ ১৬
মসজিদে প্রবেশের সুন্নত ১৬
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নত ১৭
নামাজ ১৭
নামাজের ওয়াজিবসমূহ ১৭
নামাজে ৫১ সুন্নত ১৮

দাঁড়ানো অবস্থায় ১১ সুন্নত ১৮
কেরাতে সাত সুন্নত ১৯
রুকুতে আট সুন্নত ১৯
সেজদার সময় ১২ সুন্নত ২০
বৈঠকের ১৩ সুন্নত ২০
নামাজের যে সকল আদব নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য ২১
জামাত তরক করা ২১
জামাত তরকের ওজর ২২
দোয়ার শর্ত ও আদব ২৩
জানাজা নামাজ ২৩
দাফনের নিয়ম ও পদ্ধতি ২৬
দৈনন্দিনের মাসনুন দোয়াসমূহ ২৭
সকাল-সন্ধ্যার দোয়া ২৭
মাগরিব-আজানের সময় পড়ার দোয়া ২৭
ঘরে প্রবেশের সময় পড়ার দোয়া ২৭
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোয়া ২৮
ঘুমানোর আগে পড়ার দোয়া ২৮
স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখে পড়ার দোয়া ২৮
ঘুমানোর সময় ভয় পেলে পড়ার দোয়া ২৮
ঘুম থেকে জাগার পর পড়ার দোয়া ২৯
বাথরুমে প্রবেশের পূর্বের দোয়া ২৯
বাথরুম থেকে বের হয়ে পড়ার দোয়া ২৯
অজুর শুরুতে পড়ার দোয়া ২৯
অজুর মাঝে পড়ার দোয়া ২৯
অজুর শেষে পড়ার দোয়া ২৯
খাওয়ার শুরুতে পড়ার দোয়া ৩০
খাওয়া শেষে পড়ার দোয়া ৩০
কাপড় পরিধানের দোয়া ৩০
নতুন পোশাক পরিধানের সময় পড়ার দোয়া ৩০

জাগ্রত হওয়া

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া

১. ঘুম থেকে জেগে চোখ-মুখ দুই হাতে এভাবে কচলানো, যাতে ঘুম দূরভীত হয়ে যায়।

২. ঘুম থেকে উঠে এই দোয়া পড়া :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَنَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে (সাময়িক) মৃত্যু থেকে আবার জীবন দান করেছেন। অবশেষে তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

৩. জেগে উঠে মেসওয়াক করা।

৪. জামা, পাঞ্জাবি-পাজামা পরিধানের সময় ডান দিক হতে শুরু করা। অর্থাৎ প্রথমে ডান হাত বা ডান পা, এরপর বাম হাত বা বাম পা পরিধান করবে। আবাকাবা, জোতা, মোজার ক্ষেত্রেও একই বিধান। তবে খোলার সময় বিপরীত দিক থেকে শুরু করবে। অর্থাৎ আগে বাম হাত বা বাম পা, পরে ডান হাত বা ডান পায়ের দিক থেকে খুলবে।

৫. ঘুম থেকে জাগার পর হাত ধোয়ার জন্য বা অজুর জন্য পানির পাত্রে হাত প্রবেশের আগে তিন বার হাত ধৌত করা।

টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়া

১. ইস্তেঞ্জার জন্য পানি ও ঢিলা উভয়টি নেওয়া সুন্নত।

২. রাসুল সা. মাথা ঢেকে জুতা পায়ে টয়লেটে যেতেন।

৩. প্রবেশের পূর্বে রাসুল সা. এই দোয়াটি পড়তেন :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

১৩. পেশাবের সময় এমন স্থানে পেশাবের চেষ্টা করবে, যেখানকার মাটি নরম; যেন মাটি পেশাব শোষণের উপযোগী হয়। এমন না হয়, মাটি শক্ত হওয়ার দরুন পেশাবের ছিঁটা উঠে আসে।

১৪. বসে পেশাব করা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না করা।

১৫. পেশাবের পর ঢিলা বা টিসু ব্যবহারের জন্য মানুষের দৃষ্টির বাইরে, অর্থাৎ কোনো দেয়াল বা এ ধরনের কিছুর আড়ালে হাঁটাহাঁটি করা।

অজু

অজুর ফরজ

অজুর ভেতর চার জিনিস ফরজ

১. কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত গোটা মুখ ধৌত করা।

২. উভয় হাত কনুই-সহ ধৌত করা।

৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা।

৪. উভয় পা টাখনু-সহ ধৌত করা।

অজুর সুন্নত

১. নিয়ত করা।

২. অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠ করা।

৩. উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।

৪. মেসওয়াক করা। মেসওয়াক না থাকলে ডান হাতের শাহাদত আঙুল দিয়ে মেসওয়াকের কাজ সেরে নেওয়া।

৫. তিন বার কুলি করা।

৬. তিন বার নাকে পানি দেওয়া।

৭. রোজাদার না হলে (ভালোভাবে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া।

৮. ঘন দাড়ি হলে হাত কোষ করে দাড়ির নিচ খেলাল করা।

১১. বাম হতের ছোট আঙুল নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে পরিষ্কার করা।

১২. প্রতিবার কুলি এবং নাকে পানি দেওয়ার জন্য নতুন পানি নেওয়া।

১৩. কনিষ্ঠাঙ্গুল কানের ছিদ্রে প্রবেশ করিয়ে কান মাসেহ করা।

১৪. বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল দ্বারা পায়ের অঙ্গুলি খেলাল করা।

১৫. মাজুর হলে ওয়াক্ত শুরুর পর করতে হবে।

১৬. অজু শেষে কালিমায়ে শাহাদাতাইন তথা এই দোয়া পড়া :

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗوَرَسُوْلُهٗ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

১৭. অজুর পর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা।

গোসল

যেসব কারণে গোসল ফরজ হয়

১. স্বপ্নদোষ হওয়া।

২. পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ, জীবিত মানুষের লজ্জাস্থানে প্রবেশ করানো, বীর্যপাত হোক বা না হোক।

৩. যদি পেছনের রাস্তায় পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করে, উভয়ের ওপর গোসল ফরজ।

৪. হায়েজ বন্ধ হওয়ার পর গোসল করা ফরজ।

৫. নেফাস বন্ধ হওয়ার পর গোসল করা ফরজ।

৬. নেশাগ্রস্ত অথবা বেহুঁশ থেকে হুঁশ ফেরার পর লিঙ্গের অগ্রভাগ পিচ্ছিল মনে হলে এবং সেটাকে যদি বীর্য বলে সন্দেহ হয়, তবে গোসল করা ফরজ।

৭. উত্তেজনার সঙ্গে বীর্য বের হলে গোসল ফরজ।

চার কারণের কোনো একটি পাওয়া গেলে মহিলাদের ওপর গোসল ফরজ হয়।

১. হায়েজ বন্ধ হওয়ার পর।

সন্তান জন্মদান ও পরবর্তি সুন্নত

১. সন্তান জন্মের পর তার ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া।

২. কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির মাধ্যমে তাহনিক করিয়ে নেওয়া। অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে শিশুর মুখে দেওয়া এবং দোয়া করানো।

৩. সন্তান জন্মের সাত দিন পর তার জন্য উত্তম নাম রাখা।

৪. সপ্তম দিনে আকিকা করা। যদি সপ্তম দিন সম্ভব না হয়, তাহলে ২১ দিনের মাথায়ও করা যেতে পারে।

৫. জন্মের সপ্তম দিন বাচ্চার মাথা মুণ্ডন করা এবং চুল পরিমাণ রুপা বা তার সমমূল্য সদকা করা।

৬. মাথা মুণ্ডনের পর মাথায় জাফরান লাগিয়ে দেওয়া।

৭. ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে দুটি আর মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে একটি ছাগলের মাধ্যমে আকিকা করা।

৮. আকিকার গোশত পাকানো বা পাকানো ছাড়াই বণ্টন করা যাবে।

৯. আকিকার গোশত মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি কোনো ভেদাভেদ নেই। সকলেই খেতে পারবে।

১০. সন্তানের সাত বছর অতিবাহিত হলে তাকে নামাজ ও দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া।

১১. যখন সন্তানের বয়স ১০ বছর অতিবাহিত হবে, তখন তাকে নামাজের জন্য কঠোর চাপ দেওয়া। এমনকি প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করা, যাতে সে নামাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

মসজিদ

মসজিদে প্রবেশের সুন্নত

১. ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা।

১৩. ফিকহ, দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল পড়া বা পড়ানো কাজে এতবেশি ব্যস্ত হওয়া যে একেবারেই সময় না পাওয়া। তবে শর্ত হলো, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কখনো জামাত তরক হয়ে যাওয়া।

১৪. রোগের কারণে চলাফেরা করতে পারে না, এমন ব্যক্তি; কিংবা অন্ধ, মসজিদে নিয়ে যাওয়ার কোনো লোক না থাকা। অথবা খোঁড়া বা পা কাটা লোকের জামাত মাফ।

দোয়ার শর্ত ও আদব

১. মন দিয়ে কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া পাঠ করা।

২. পবিত্র অবস্থায় অজু সহকারে দোয়া পড়া।

৩. কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা।

৪. দোয়ার আগে-পরে দরুদ শরিফ পড়া।

৫. দোয়ার বিষয়টি বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কাছে কামনা করা।

৬. ইখলাসের সাথে নিঃশব্দে দোয়া করা।

জানাজা নামাজ

১. জানাজার নামাজে মাইয়েত সামনে থাকা শর্ত। গায়েবানা জানাজা হানাফি মাজহাব মতে জায়েজ নেই।

২. জানাজার নামাজ কেবলামুখী হয়ে এবং দাঁড়িয়ে পড়তে হবে (এ দুটি ফরজ)।

৩. ইমামের জন্য মাইয়েতের সিনা বরাবর দাঁড়ানো সুন্নত। মুক্তাদির কাতার তিনটা হওয়া মুস্তাহাব।

৪. নিয়ত করা ফরজ। কারও কারও মতে নিয়তের মধ্যে মাইয়েত পুরুষ না মহিলা, ছেলে না মেয়ে; তাও নির্ধারণ জরুরি।

৫. নিয়ত মানে মনের সংকল্প ও ইচ্ছা। অর্থাৎ যে কাজটি করছে তা করার ইচ্ছা থাকা। জানাজার নামাজের নিয়তে বাসা থেকে বের হয়েছে এর দ্বারাই নিয়ত হয়ে গেছে। অথবা বাংলায় এভাবে বলবে—আল্লাহর ওয়াস্তে এই মাইয়েতের জন্য দোয়ার উদ্দেশ্যে জানাজা নামাজের নিয়ত করছি।

১২. কবরের পিঠ উটের পিঠের ন্যায় এক বিঘৎ বা তারচেয়ে কিছু বেশি উঁচু করা মুস্তাহাব।

১৩. মাটি দেওয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সবশেষে কবরের মাটি জমার জন্য কবরের ওপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব।

১৪. নিতান্ত অপারগতা ছাড়া এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করবে না।

১৫. কবরের দু-পাশে খেজুরের ডাল বা যেকোনো ডাল পুঁতে দেওয়ার সাথে গলদ আকিদা জড়িত থাকার নিমিত্ত এর থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

১৬. যতদ্রুত সম্ভব কাফন-দাফন সম্পন্ন করা। এমনকি জানাজায় অধিক লোক হবে, এই উদ্দেশ্যে বিলম্ব করাও সুন্নতের খেলাফ।

দৈনন্দিনের মাসনুন দোয়াসমূহ

সকাল-সন্ধ্যার দোয়া

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ،

সেই আল্লাহ তাআলার নামে শুরু, যার নামের সঙ্গে আসমান-জমিনের মধ্যে কোনো কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারে না। আর তিনি সব কিছু শোনেন। সব কিছু জানেন। [তিন বার]

মাগরিব-আজানের সময় পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِىْ

হে আল্লাহ! এটা আপনার রাতের আগমন, দিনের বিদায়লগ্ন এবং আপনার প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা করার সময়। অতএব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন।

ঘরে প্রবেশের সময় পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কল্যাণকর প্রবেশ এবং কল্যাণকর বের হওয়া প্রার্থনা করছি। আল্লাহর তাআলার নামে প্রবেশ করছি এবং আল্লাহ তাআলার নামেই বের হচ্ছি। আর আমাদের রব আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করছি।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোয়া

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰه

শুরু করছি আল্লাহর নামে, আল্লাহর ওপরই ভরসা করে।

ঘুমানোর আগে পড়ার দোয়া

اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

হে আল্লাহ! আপনার নামেই শয়ন করছি, আপনার নামেই জাগ্রত হব।

স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখে পড়ার দোয়া

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا

আমি আল্লাহ তাআলার নিকট শয়তান এবং এই স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ঘুমানোর সময় ভয় পেলে পড়ার দোয়া

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنِ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমার ওসিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তাঁর ক্রোধ, শাস্তি ও তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, আর শয়তানের কুমন্ত্রণা ও আমার নিকট তার আগমন থেকে।

আমাদের প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখকের নাম
১	আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ	ড. তালাআত আফিফি
২	সিরাতু মোগলতাই	ইমাম আলাউদ্দিন মোগলতাই রাহ.
৩	ইকবাল : সত্যসন্ধানের কবি	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
৪	কাদিয়ানি : লোকটি ছিল মিথ্যুক	ইশতিয়াক আহমাদ
৫	বিহাইন্ড অব সুইসাইড	আদিব সালেহ
৬	ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খলজি রাহ.	মুহাম্মাদ সাদ সাকী
৭	তিতুমীর	মুহাম্মাদ মুর্শিদুল আলম